বড় ড্যাম মানেই সর্বনাশ

নিরঞ্জন হালদার

সর্দার সরোবর প্রকল্পে উৎখাত হওয়া পরিবারগুলির ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণে ও পুনর্বাসনের জন্য শ্রীমতী মেধা পাটকর আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন ১৯৮৪ সালে। ২২ বছর আন্দোলনের পরে মধ্যপ্রদেশের উৎখাত ও ভবিষ্যতে উৎখাত হবে এমন পরিবারের ক্ষতিপূরণ ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের পরিকল্পনা ২০০৬ সালেও হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা স্কুলে পড়ার সময়ে বড় ড্যামের উপকারিতা তাদের ভূগোল বইতে পড়েছেন। তারা বইতে পড়েছেন, বড় ড্যাম হলে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়বে, কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে। আগে বইতে থাকত ড্যামের জলাধারে মৎস্যচাষ হবে, এখন আর সেটা বইতে থাকে না। দামোদর ভ্যালি উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে একথা বলা হত। যারা মানতেন বড় জলাধারে বিদ্যুৎ উৎপাদেনর ব্যবস্থা মানেই দেশের উন্নতি, তারাও ড্যামের জন্য উৎখাত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের সমস্যা অস্বীকার করতে পারেননি। ১৯৪৮ সালে ভারতের তিনটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কার্যকর করার কাজ শুরু হয়। তিনটি হচ্ছে ডিভিসি, হীরাকুদ এবং ভাকরা - নাঙ্গাল। ভাকরা নাঙ্গাল ড্যামের উৎখাত পরিবারগুলি পুনর্বাসন না পাওয়ায় তাঁরা লোকসভার সদস্যদের নিকট আবেদন করেছিলেন, ডি ভি সির উৎখাত হওয়া পরিবারবর্গ ছিলেন পুরানো বিহারের অধিবাসী। ডিভিসির সদর দপ্তর কলকাতায়। সেজন্য ডিভিসির উৎখাত হওয়া পরিবারগুলির দুর্গতির কথা কখনও কলকাতার কাগজে ছাপা হয়নি। ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পাটনা হাইকোর্টের রাঁচী বেঞ্চে ডি ভিসি'র বিরুদ্ধে একটি মামলায় প্রকাশ পায় যে ডি ভি সির জন্য জমি হারানো পরিবারের লোকদের ডিভিসিতে চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও এখনও সকলে চাকরি পাননি। কারণ ওদের চাকরি দেওয়ার কথা ছিল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হিসাবে। কিন্তু ডিভিসি তার প্রশাসনে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ তুলে দেওয়ায় তারা চাকরি পাননি। হীরাকুদ ড্যামের উৎখাত ব্যক্তিদের হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, তবে ড্যামের জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও সেচের ব্যবস্থা হয়। এই ড্যামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। ড্যামে কর্মরত ঠিকাদারের লোকদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল আন্দোলনরত কৃষকদের বিরুদ্ধে। ড্যামের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা কী চেয়েছিল? ''They wanted full and proper compensation for their land, adequate rehabilitaion of each village, and provision for basic facilities such as water, elctricity, road and Schools." (The Hirakud Dam Ousters : Thirty years after" by Philip Viegas, in Big Dams Displaced People, edited by Enakshi Ganguli, Thakural Sage Publication. 1992-P.46). ড্যাম তৈরির ৩০ বছর পরের সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, যাদের জমি ছিল ১৫ থেকে ২০ একর, ড্যাম তৈরির পরে তাদের জমির পরিমাণ ১ থেকে ৩ একর। বিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার মুখে উৎখাত ব্যক্তিরা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টানায়ককে জানিয়েছিল তাদের অনেকে এখনও পুনর্বাসন পায়নি। বরং মধ্যপ্রদেশের সুরগুজার রাজ্য এবং আরও অনেকে উৎখাত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য জমি দিয়েছিলেন। সর্বত্রই ড্যামের জন্য উৎখাত হওয়া পরিবারগুলির সহায়হীন, উপার্জনহীন ভবঘুরেতে পরিণত হয়েছে। ড্যামের জন্য মোট ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৭৬.৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে উর্বর কৃষি জমি ছিল ১ লক্ষ ১৫ হাজার ১৮৭.৯৭ একর। (ঐ। পৃঃ ৩৮)। পৃথিবীর সর্বত্রই ড্যামের জন্য স্থানীয় অধিবাসী, কৃষিজমি ও বনের জমির এই হাল। ডিভিসি তৈরি হওয়ার সময়ে নদী বিশেষজ্ঞ কপিল ভট্টাচার্য ড্যামের নিচের নদীগুলির নাব্যতা বজায় রাখার জন্য ডিভিসির বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ড্যাম হওয়ার পর নদীতে আগের মতো জল প্রবাহ থাকবে না। স্রোতের বেগও কমে যাবে, তখন স্রোতের পলি নদীতে জমে নদী - গর্ভভরাট করবে। বর্ষাকালে ড্যাম রক্ষার জন্য যখন অতিরিক্ত জল ছাড়া হবে, তখন নদীগুলি আগের মতো জল বইতে পারবে না, তখন দুকূল ছাপিয়ে বন্যা বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করবে এবং নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় ক্রমেই আরও বিস্তীর্ণ এলাকা দীর্ঘদিন জলমগ্ন থাকবে। ড্যামে পলি জমায় নদীর জল ধারণের ক্ষমতা হ্রাস পাবে, তখন বর্ষাকালে ক্রমেই বেশী পরিমাণ জল ড্যাম থেকে ছেড়ে বন্যার ভয়াবহতা বাড়তে সাহায্য করা হবে। অপরদিকে, ড্যামের জল ধারণের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় জল - বিদুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য আগের মতো আর সেচের জল ছাড়া যাবে না। এমন এক সময় আসে যখন ড্যাম পলিতে ভর্তি হওয়ার পর বর্ষাকাল ছাড়া ড্যামের জলে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় না এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির জনসংযোগ বিভাগের হাতে থাকা অনেক টাকা এবং কখনও সাংবাদিকের ব্যবহার করে দেশে ভুল ধারণার সৃষ্টি করায়। আমি একবার আনন্দবাজার পত্রিকায় ডি ভি সির ড্যামগুলিতে অতিরিক্ত পলি জমার একটি কারণ হিসাবে ড্যামগুলি তৈরির সময় উপরের দিকের বনাঞ্চল শেষ করার কথা লিখেছিলাম। সেই লেখারপরে আনন্দবাজার পত্রিকার এক সিনিয়র রিপোর্টারকে ডি ভি সি এলাকায় নিয়ে গিয়ে প্রচুর আপ্যায়ন করে। পি. আর. ও. অরুণ সরকার আনন্দবাজারে লেখেন ডি ভি সি বনসম্পদ সৃষ্টির জন্য কোথায়, কী করেছে। ১৯৬৪ সালে ডিভিসি কলকাতার সিনিয়র সাংবাদিকদের ডিভিসি দেখাতে নিয়ে যান। তদানীন্ত চিফ পি. আর. ও, পরে বালেশ্বরের কংগ্রেস এম.পি. শ্যামসুন্দর মহাপাত্র মাইথন ও অন্যান্য জায়গায় চিঠি লিখে সাংবাদিকদের জন্য প্রচুর মদ্যপানের ব্যবস্থা রাখতে বলেন, কারণ তাদের মদ না খাওয়ালে বিরুদ্ধে লিখবে। মাইথনের ডিভিসি বাংলোয় প্রচুর মদের ব্যবস্থা ছিল। আমি ঐ চিঠির কথা জানতে পারায় শ্যামসুন্দর মহাপাত্র আমাকে বলেন, আপনি এবং হিন্দুস্থান স্টান্ডার্ডের সম্পাদক সুধাংশু বসু সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাতিক্রম। অন্যদের কথা বিবেচনা করে আপনি ঐ চিঠির কথা না লিখলে খুশিই হব। তাছাড়া, সংবাদপত্রে পুরো বা আধপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রকল্পের বিরুদ্ধে লেখা ছাপানো বন্ধ করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সর্দার সরোবর প্রকল্প অনুমোদনের সাত দিন পরে আমি একটি লেখা দিই আনন্দবাজারে প্রকাশের জন্য। ১৫ দিন পরে নির্বাহী সম্পাদক অভীক সরকার নিউজব্যুরোর চীফ সুনীল বসুর মাধ্যমে আমাকে লেখাটি ফেরৎ দেন। তারপরের সপ্তাহে দৈনিক টেলিগ্রাফে সর্দার

সরোবর ড্যামের আধপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। আমার সন্দেহ, আমার লেখাটি ছাপানোর সম্ভাবনার কথা বলে আনন্দবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগ গুজরাট সরকারের কাছ থেকে ঐ বিজ্ঞাপনটি আদায় করেছিল। সর্দার সরোবরের সব তথ্য অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের আওতায় আনা হয়। এজন্য মালয়েশিয়ায় ছাপানো ''ড্যামিং দি নর্মদা'' বইটি বোম্বাই কাস্টমস বাজেয়াপ্ত করে। বোম্বাই হাইকোর্টে কেস করে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন বইটি ভারতে বিক্রি করতে পেরেছিল। যুদ্ধের সময় যেমন দেশে নিরাপত্তার কথা বলে সংবাদপত্রে সত্য ঘটনা ছাপানো বন্ধ করা হয়, তেমনি বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নের স্বপ্ন বিক্রি করে দেশের লোককে প্রকৃত তথ্য জানাতে দেওয়া হয় না। কপিল ভট্টাচার্য মহাশয় ড্যামের জন্য নিম্ন দামোদরের নদীগুলির নাব্যতা হ্রাস এবং বর্ষাকালে বন্যার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ড্যামের সঙ্গে মাছের বংশবৃদ্ধির যে সম্পর্ক আছে, তা প্রথম প্রকাশ পায় মিশরের আসোয়ান ড্যাম তৈরির পর। নদীর স্রোতের পলিতে মাছেরা খাবার পায়। ড্যামের জন্য নদীর স্রোত ক্ষীণ হওয়ায় মাছেরা আর খাবার পায় না। ফলে নীল নদে মাছ বিরল হয়। ভূমধ্যসাগর থেকে মাছেরা বর্ষার সময় ডিম ছাড়তে নীল নদ বেয়ে উপরে গিয়ে ডিম ছাড়ত এবং পরে লক্ষ লক্ষ বাচ্চা নিয়ে আবার সমুদ্রে চলে যেত। এই নীল নদের মতো উপকূলেও প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। আসোয়ান ড্যাম তৈরির পর মিশরের অধিবাসীরা খাওয়ার ও রপ্তানীর জন্য নীল নদ ও ভূমধ্যসাগরের উপকূল - সমুদ্রে মাছ পায় না। ড্যাম ও ব্যারেজের ফলে সমুদ্রের মাছ আর নদীতে এসে ডিম পাড়তে পারে না অথচ ডিম পাড়ার জন্য মাছের মিষ্টি জল চাই। একথা এ দেশে প্রথম জানায় ভাগলপুর জেলার কাহালগাঁও-এর মৎস্যজীবীরা। বঙ্গোপসাগর থেকে ইলিশ মাছ ডিম ছাড়ার জন্য আগে গঙ্গা দিয়ে বেনারস পর্যন্ত যেত এবং ডিম ছাড়ার পরে বাচ্চাদের নিয়ে বেশীরভাগ বড় ইলিশ সমুদ্রের দিকে রওনা হত। মৎসজীবীরা গঙ্গায় এই বড় ও মাঝারি ইলিশ ধরত ফারাক্কার ব্যারেজের জন্য ইলিশ মাছ আর ডিম ছাড়ার জন্য ফারাক্কার উপরে উঠতে পারে না এবং গঙ্গার জল দূষিত থাকায় এবং ডিভিসি'র জন্য সমুদ্র - গামী স্রোতের তীব্রতা হ্রাসের ফলে গঙ্গাতে উঠেও ইলিশ আর ডিম ছাড়ার সুযোগ পায় না। বাংলাদেশে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি ড্যামের জনও চট্টগ্রামের উপকূল সমুদ্রে আর ইলিশ মাছ মেলে না। আমেরিকাতেও এই ব্যাপার ঘটেছে। ছোট ছোট নদীতেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ড্যাম হওয়ায় সমুদ্রের সামন মাছ আর নদীতে এসে ডিম পাড়ার সুযোগ পেত না। ফলে মাছের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় একদিকে আমেরিকানদের পুষ্টিকর খাদ্যে টান পড়ে এবং সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবসা লাটে ওঠে। এজন্য ক্লিনটন দ্বিতীয় দফাশ প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ফেডারেল সরকারের টাকায় ওয়াশিংটন স্টেটের একটি নদীর ড্যাম ভেঙ্গে দেন। এই ড্যাম ভাঙ্গার বিবরণ ছাপা হয়েছিল এশিযার ''ব্যাঙ্কক পোস্ট'' পত্রিকায় সুপারা'র Docommissioning the Dam প্রবন্ধে। থাইল্যান্ডে পাকমুন ড্যামের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মৎসজীবীরা আন্দোলন করে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঐ ড্যামের স্লুইস গেট খোলা রাখতে সরকারকে বাধ্য করেছে। এখন সামন মাছ আগের মতো সমুদ্র থেকে এসে স্লুইস গেট পার হযে পাকমুন নদীতে গিয়ে ডিম পাড়ে। ভারতে একমাত্র নির্মীয়মান মহেশ্বর ড্যামের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ড্যামের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছে অলোক আগরওয়ালার নেতৃত্বে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। নদীতে ড্যাম হলে নদীগুলি মরে যায নদী - পরিবহণ ব্যবস্থা উঠে যায় এবং নদী-তীরে গড়ে ওঠা হাট-বাজার, শহর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। কংসাবতী ড্যাম তৈরির পর বাঁকুড়ার একটি জনপ্রিয় গান

''নদীতে ক্যানেল হল
জল গেল বিদেশে
কুমারী মা, দেখ চেয়ে
মৈরে আছে এদেশে''।

ড্যামের জন্য কৃষি জমির বিস্তীর্ণ এলাকা ডলমগ্ন থাকে এবং সেইসব এলাকায় পায়ে গোদ হওয়া সিস্টোসোমিয়াসিস রোগে কৃষকেরা আক্রান্ত হয়।

সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে ড্যামে জনসাধারণ ও দেশের অর্থনীতির ক্ষতিই বেশী। জল - বিদ্যুৎ মাত্র কয়েক বছরের জন্য উৎপাদন হয় কিন্তু বড় ড্যামের পিছনে ঠিকাদার, আমলাতন্ত্র ও ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য সরকারের এত বেশী টাকা ব্যয় করতে হয় যে রাজ্যে সর্বত্র ছোট জল প্রকল্পে খরচের জন্য সরকারের হাতে কোনো টাকা থাকে না। গুজরাতে যে জলাভাব ও খরা লেগেই আছে, তার কারণ গুজরাট সরকার অন্তত ৩০ বছর যাবৎ ক্ষুদ্রসেচ বা জল-প্রকল্পে টাকা খরচ করতে পারেনি, সব টাকা ড্যাম তৈরিতে খরচ হয়েছে। যোজনা কমিশনের একজন সদস্য L.C. Jain-এর Dam Vs. Drinking Water (পরিসর পুণে, ২০০১) বইটিতে গুজরাতের জলাভাবের প্রকৃত কারণ বর্ণনা করেছেন।

দুঃখের বিষয়, আমাদের স্কুল - কলেজের ভুগোল বইতে ড্যামের উপকারিতা সম্পর্কে মিথ্যা কথা লেখা হয়, অপকারের কোন কথাই সেখানে থাকে না।

(প্রথম প্রকাশ ঃ গণ উদ্যোগ, জুলাই, ২০০৬)